আরএআরএস, কুমিল্লায় "Data Science and Analytic Technology in Crop Production" শীর্ষক ৪ (চার) দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

গত ২১ অক্টোবর ২০২২ খ্রি. তারিখ থেকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লায় "Data Science and Analytics Technology in Crop Production" শীর্ষক ৪ (চার) দিন ব্যাপী বিজ্ঞানীদের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। "আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গষেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ড. মো. উবায়দুল্লাহ কায়ছার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. আলমগীর সিদ্দিকী, প্রকল্প পরিচালক, "আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গষেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্প। ড. মো. মুক্তার হোসেন ভূঞা, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ড. মো. আলমগীর সিদ্দিকী, প্রকল্প পরিচালক। অনুষ্ঠানে সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের বারির বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানীসহ ব্রি, বিনা, বিএডিসি কুমিল্লার বিজ্ঞানীগন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কৃষিতে "Data Science and Analytics Technology in Crop Production" উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপসহ এ ধরনের প্রশিক্ষণ আরও বেশি বেশি করার প্রয়োজনীতা উল্লেখ করেন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন জনাব মেসবাহ আহমেদ, সিএসসি (এআইইউবি) এবং এআই ট্রেনিং এক্সপার্ট, এআই কোয়েস্ট (Ai Quest), বাংলাদেশ।

উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করায় কুমিল্লায় বিজ্ঞানীদের সংবর্ধনা প্রদান

গবেষণা কাজকে সুচারু ও দক্ষভাবে সম্পন্ন করার জন্য দক্ষ জনবলের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটও উচ্চ শিক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লার তিনজন বিজ্ঞানীর পিএইচডি ও একজন বিজ্ঞানীর এম এস ডিগ্রি অর্জন উপলক্ষে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. মোঃ উবায়দুল্লাহ কায়ছার। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শামীমা সুলতানার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, কুমিল্লার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. মোঃ হায়দার হোসেন, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ আলমগীর সিদ্দিকী, কেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জানানো হয় ড. মোঃ মুক্তার হোসেন ভূঞা, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, কুমিল্লা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল “Nitrogen Use Efficiency in Wheat-Mungbean-T. aman Cropping System”. ড. মোঃ হাফিজুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, কুমিল্লা শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল “Integrated Approach for the Management of Foot and Root Rot Disease of Betelvine”. ড. মোঃ আইয়ুব হোসেন খান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, কুমিল্লা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল “Morpho-anatomical Appraisal of Field Pea Under Salinity Stress ”. মহিবুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, কুমিল্লা ফসল উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ের উপর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে এম এস ডিগ্রি অর্জন করেন। অনুষ্ঠানে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনকারী বিজ্ঞানীবৃন্দকে ক্রেষ্ট প্রদান করে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

কুমিল্লা অঞ্চলের উপযোগী বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক শীর্ষক কর্মশালা-২০২০
২৪/০৯/২০২০ খ্রি.

চেয়ারম্যান : ড. মোঃ কামরুল হাসান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), বিএআরআই, গাজীপুর

বিশেজ্ঞ সদস্য : আবুল কালাম আজাদ, উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়

রিপোটিয়ার্স : ড. মোঃ হাফিজুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা

উপস্থাপনায় :
১। ড. মোঃ উবায়দুল্লাহ কায়ছার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা
২। ড. মোঃ আলমগীর সিদ্দিকী, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা
৩। ড. মোঃ হায়দার হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, কুমিল্লা
৪। আমির ফয়সাল, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, নোয়াখালী

রিপোটিয়ার্স রিপোর্ট :
১। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সবজি বিভাগ, বারি, গাজীপুর

- Vegetable crops এর Variety develop করতে ৭-৮ বছর সময় লাগে কিন্তু প্রকল্প পাঁচ বছর, এ ক্ষেত্রে কিভাবে Variety develop করা যাবে।
- পুরাতন বেগুন জাতের ফলন কম তাই নতুন হাইব্রিড বেগুন জাতের চাষ করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন/বছরব্যাপী সবজি গুলোকে এডাপ্টিব ট্রায়ালে সন্নিবেশিত করতে হবে। এক্ষেত্রে Variety Selection এর সুযোগ আছে।
- Season অনুযায়ী অধিক সংখ্যক Variety দিয়ে trial দিতে হবে।

২। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বারি, গাজীপুর

- মসলা জাতীয় ফসল (নোয়াখালী অঞ্চলের) ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

৩। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোষ্ট হারভেষ্ট, বারি, গাজীপুর

- ৫টি পোষ্ট হারভেষ্ট টেকনোলজি দেয়ার কথা। এক্ষেত্রে যেটি ক্ষুদ্র কিংবা মাঝারি শিল্প হবে কিনা বা সেটার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হবে কিনা।
- কুমিল্লায় Export quality কৃষি পন্য নিয়ে কাজ করার কথা বলেছেন।

৪। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ, বারি, গাজীপুর

- লোকাল পেঁয়ারার পরিবর্তে উন্নতমানের পেঁয়ারা Replace করা।
- লেবু জাতীয় ফল চাষাবাদ বৃদ্ধি করা যেমন- বারি বাতাবিলেবু-৫, ৬ প্রদর্শনী করলে চারা দেয়া যাবে।
- বারি কমলা-১, ২, ৩ ও বারি মাল্টা-২ এর ২/১ টি বাগান করা যেতে পারে।
- বারি কাগজি লেবু-৪ এর চাষ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

- বারি লেবু-২ সারা বছর চাষ করা যায়।
- মাল্টা Non climatic fruit পরিপক্ক করে হারভেষ্ট করতে হবে।
- বারি আম-১৩ রঙ্গিন যা Disseminate করা যেতে পারে। এছাড়া বারি আমলকি-১, বারি কলা-৫ Disseminate করা যেতে পারে।

মোঃ জামাল, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

- ৪০,০০০ হেক্টর ফেলো ল্যান্ড চাষের আওতায় আনা যাবে কিনা এবং চাষে অগ্রগামিকরণ Crop Physiology study করা হয়েছে কিনা।

৪। পরিচালক, তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর

- সরিষার ব্রিডার সীড উৎপাদন করা ও প্রয়োজন অনুযায়ী Help করতে পারবে। TLS Production করার পরামর্শ প্রদান করেন।
- যেখানে বোরো ধান চাষ করবেনা সেখানে বারি সরিষা-১৭ চাষ করা যাবে। এছাড়া চাহিদা মোতাবেক সয়াবিন ও বারি তিসি-২ Supply করবেন।

৫। উপ-পরিচালক, এগ্রিকালচার, কুমিল্লা

- বারি সরিষা-১৪, ১৭ চাষ করবে ১৫,০০০ হেক্টর জমিতে। এছাড়া ৩০০ হেক্টর জমিতে সূর্যমুখী চাষের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ADP ফান্ড থেকে শস্য টাকা নিয়ে বীজ সংগ্রহ করবেন। এছাড়া বারির বিভিন্ন জাত প্রবর্তন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

৫। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

- বারি সূর্যমুখী Dwarf জাত ফলন ভালো তাই বীজ সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেছেন। প্রতিটি জেলাতে প্রদর্শনী দেয়ার কতা বলেছেন।
- এছাড়া দেশী সীম উন্নত জাতের সীম দ্বারা Replace করতে হবে। বারি সীম ট্রায়াল দেয়ার কথা বলেছেন।

৬। পিএসও, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

- বারি ড্রাগনফল-১ সম্প্রসারণের জন্য বলেছেন। Off season এ এর Light intensity প্রযুক্তি ব্যবস্থা করে ফলন পাওয়া যায়।
- এছাড়া ব্রকলিও চাষ করা যেতে পারে, কারন এর বীজ উৎপাদন করা যায়।
- এছাড়া বারি সীম-৮, ৯ এর বীজ বড় তাই খাইস্যা হিসাবেও এর সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

৭। সিএসও, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

- বারি মিষ্টি আলু-৪, ৮ জাত Adaptive trail এ অন্তভূক্ত করার জন্য বলেছেন।
- বারি পানি কচু-৬ বরুড়া উপজেলা অঞ্চলে ভালো হবে তাই এ অঞ্চলে চাষের কথা বলেছেন।
- বারি আম এর একটি সেট আরএআরএস, কুমিল্লায় দেয়ার কথা বলেছেন।

৮। তারেক জামান, (বীজ প্রত্যয়ন)

- বিভিন্ন জেলায় তলোয়ার সীমের বীজ বিতরণ করেছেন এবং এ বছর ও করবেন, বিশেষ করে ছাদ বাগানের জন্য।

৯। বিএডিসি

- বারি আলু-৪০ এর বীজ উৎপাদনের জন্য এর বীজ কিভাবে পাওয়া যায়, এছাড়া গ্রীষ্মকালীন এ বারি টমেটো-৮ তীত বেগুনের সাথে গ্রাফটিং করেছেন যার ফলন খুবই ভালো হয়েছে। তাই এ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা যায় কিনা তা ভেবে দেখতে বলেছেন।
- বারি ব্রকলি-১ এর বীজ পাওয়ার প্রত্যাশা করেছেন। পরবর্তীতে লাগানোর জন্য

১০। মোঃ ফয়সাল, এসএসও, নোয়াখালী

- বারি সয়াবিন-৬ কিন্তু বারি সয়াবিন-৭ এর চেয়ে নোয়াখালীতে ভালো হয়। এছাড়া বারি তিসি-২ ভালো হয়।

১১। ড. মোঃ হায়দার হোসেন, পিএসও, সগবি, কুমিল্লা

- বারি সুর্যমুখী-৩ কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দিবেন। এছাড়া ফসলের ২-৫ একর পাইলট আকারে করলে কৃষকের ভালোভাবে বিষয়টি জানতে পারবে।

১২। ড. মোঃ উবায়দুল্লাহ কায়ছার, পিএসও, কুমিল্লা

- প্রকল্পের মেয়াদ কম হলেও আমরা কৃষকদের নতুন নতুন ফলের বাগান করে দিচ্ছি।

১৩। ডিডি, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা

- কুমিল্লা চাষ উপযোগী জাত চেয়েছেন। এছাড়া Middle east এ যেসব সবজি রপ্তানী হচেছ তা সম্প্রসারনের কথা বলেছেন।
- বারি ব্রুকলি-১ এর জাত চেয়েছেন। এছাড়া ডিডি, হর্টিকালচারকে যুক্ত করলে দ্রুত এর সম্প্রসারণ করা যাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

১৪। ড. মোঃ জামাল উদ্দিন, এসএসও, আরএআরএস, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

১/ প্রযুক্তি হস্তান্তরের সময় কৃষকের চাহিদার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনা দরকার। এর জন্য কৃষকদের নিয়ে উঠোন বৈঠক করে, ফোকাস দল আলোচনা করে, স্ট্যাকহোল্ডার মিটিং বা মিনি ওয়ার্কশপের আয়োজন করে তড়িৎভাবে তাদের চাহিদা জানা যেতে পারে। বেসলাইন স্টাডি ও ফার্মারস নিড এসেসমেন্ট সার্ভে কাজে লাগতে পারে। বেসলাইন স্টাডিতে ১০-১২ টা গুরুত্বপূর্ণ ভ্যারিয়েবল যেমন ফসলের বর্তমান ফলন, কৃষকের বর্তমানে ফসল থেকে আয় ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকলে পরবর্তীতে প্রকল্পের ইমপেক্ট স্টাডি করলে উহা কাজে লাগবে।

২/ লোকেশন ভিত্তিক ক্রপ জোনিং করে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা গেলে প্রযুক্তিসমুহ টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

৩/ কৃষকের নিকট প্রযুক্তি হস্তান্তরের সময় উক্ত প্রযুক্তির পূর্ণ প্যাকেজসহ দেওয়া উচিত। একই সাথে উক্ত প্রযুক্তির সহজ বাংলায় একটি প্রযুক্তিবার্তা বা লিপলেট দেওয়া যেতে পারে।

৪/ কুমিল্লা জেলার বর্তমান ক্রপিং ইনটেনসিটি ১৯৬% যা পার্শ্ববর্তী জেলা ফেনী, ২১৭% এবং লক্ষীপুর জেলা, ২১২% এর চাইতে কম। তাই কুমিল্লা জেলার ক্রপিং ইনটেনসিটি বাড়ানোর উপর জোর দিতে হবে। এর জন্য শস্য বহুমুখীকরন এ পাইলট প্রডাকশন বা কনট্রাক্ট ফার্মিং এর প্রতি জোর দেওয়া যেতে পারে।

৫/ কুমিল্লা জেলার বর্তমান এক-ফসলী জমি মোট ফসলী জমির ১২.৪৩%, দু'ফসলী জমি ২৮.৬%, তিন-ফসলী জমি ১০.২২% এবং নিট ফসলী জমি ৫০.৯২%। সুতরাং ক্রপিং ইনটেনসিটি বাড়াতে হলে এক-ফসলী জমিকে দু' ফসলী আর দু'ফসলী জমিকে তিন-ফসলী তে রুপান্তর করার উপর কার্যক্রম হাতে নেওয়া দরকার। প্রয়োজনে অলাভজনক শস্য পর্যায় চিহ্নিত করে সেখানে লাভজনক শস্য পর্যায় প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৬/ কুমিল্লা জেলায় বর্তমানে প্রায় ৪০,০০০ একর চলতি পতিত জমি রয়েছে। সেগুলোকে চাষাবাদের আওতায় আনার জন্য স্বল্প মেয়াদী (১ বছর), মধ্য মেয়াদী (১-৩ বছর) এবং দীর্ঘ মেয়াদী (৩ বছরের উর্ধে) পরিকল্পনা প্রনয়ন করা যেতে পারে।

৭/ কুমিল্লা জেলায় রপ্তানী উপযোগী উচ্চ মূল্য ফসলের আবাদ বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া যেতে পারে।

৮/ কুমিল্লা জেলায় বিগত ১০-১৫ বছরে সরেজমিন গবেষণা বিভাগের গবেষণাসমূহের ফলাফল পর্যালোচনা করে টেকসই ও গ্রহনযোগ্য প্রযুক্তিসমূহ বাছাই করা যেতে পারে। এবং তাদের গবেষণায় কোন গ্যাপ বা ঘাটতি থাকলে সেসব বিষয়ের উপর জোর দেওয়া যেতে পারে।

৯/ প্রযুক্তির প্রদর্শণী সমূহ দৃশ্যমান করার জন্য একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গ্রাম বাছাই করে সেখানে সকল প্রযুক্তির প্রর্দশনী স্থাপন করা যেতে পারে। উক্ত গ্রামের কৃষকদের সহজে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবং বুঝার জন্য উক্ত গ্রামের প্রবেশ পথে বাছাইকৃত প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য সহ আকর্ষণীয় ছবি সম্বলিত একটি বড় সাইনবোর্ড বা বিলবোর্ড লাগানো যেতে পারে। এতে প্রকল্পের কাজের প্রচারনা ও সুনাম দুটোই বৃদ্ধি পাবে।

১০/ কুমিল্লা জেলার জন্য বাছাইকৃত প্রযুক্তিসমূহের প্রচারনা স্থানীয় ডিস অফিসের সাথে চুক্তিভিত্তিক প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে ডিসের কোন একটি চ্যানেলে প্রচারনা চালানো যেতে পারে। এতে উক্ত এলাকার মানুষ উক্ত প্রযুক্তির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হবে এবং আগ্রহ ও সৃষ্টি হবে। একই সাথে আরএআরএস, কুমিল্লার সুনাম ও ছড়িয়ে পড়বে।

কুমিল্লা অঞ্চলের উপযোগী বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক শীর্ষক কর্মশালা-২০২০
২৪/০৯/২০২০ খ্রি.

আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা অঞ্চলের উপযোগী বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক শীর্ষক কর্মশালায় জুম প্লাটফর্মে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ নাজিরুল ইসলাম, মহাপরিচালক, বিএআরআই, গাজীপুর এবং বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন ড. মো. মিয়ারুদ্দীন, পরিচালক (গবেষণা), মোঃ হাবিবুর রহমান শেখ, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ও ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ)। উক্ত কর্মশালায় সেশন চেয়ারম্যান হিসেবে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ড. কামরুল হাসান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন)। এছাড়াও কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন অত্র কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ড. মোঃ উবায়দুল্লাহ কায়ছার, প্রকল্প পরিচালক, ড. মোঃ আলমগীর সিদ্দিকী ও অন্যান্য বিজ্ঞানীবৃন্দ।

কাঁঠাল ও লিচুর আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশলের উপর এসএএও/এসএসএ/এসএ দের প্রশিক্ষণ
তারিখঃ ০২/০৯/২০২০ খ্রি.

আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় কাঁঠাল ও লিচুর আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল শীর্ষক এসএএও/এসএসএ/এসএ দের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, কুমিল্লায় দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবুল কালাম আজাদ ভূঞা, উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা। প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ আলমগীর সিদ্দিকী, প্রকল্প পরিচালক, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্প। প্রশক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন ড. মোঃ জিল্লুর রহমান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর। প্রশিক্ষণটি সভাপতিত্ব করেন ড. মোঃ উবায়দুল্লাহ কায়ছার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা। প্রশিক্ষণটি সঞ্চালনা করেন ড. মোঃ আইয়ুব হোসেন খান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, কুমিল্লা।

কাঁঠাল ও লিচুর আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশলের উপর বিজ্ঞানী/ডিএই/বিএডিসি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ
তারিখঃ ০৩/০৯/২০২০ খ্রি.

আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় কাঁঠাল ও লিচুর আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল শীর্ষক বিজ্ঞানী/ডিএই/বিএডিসি কর্মকর্তাদের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, কুমিল্লায় দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মনোজিত কুমার মল্লিক, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা। প্রশিক্ষণে আরও উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ আলমগীর সিদ্দিকী, প্রকল্প পরিচালক, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্প, ড. মোঃ হায়দার হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বিএআরআই, কুমিল্লা। প্রশক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন ড. মোঃ জিল্লুর রহমান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর। প্রশিক্ষণটি সভাপতিত্ব করেন ড. মোঃ উবায়দুল্লাহ কায়ছার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা। প্রশিক্ষণে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, কুমিল্লা ও সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলের বিজ্ঞানীবৃন্দ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর , কুমিল্লা অঞ্চলের কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা ও বিএডিসির কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণটি সঞ্চালনা করেন ড. মোঃ আইয়ুব হোসেন খান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, কুমিল্লা।

কুমিল্লায় ২ দিনব্যাপী প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, কুমিল্লা এর উদ্দ্যেগে কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ২ (দুই) দিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে কুমিল্লা অঞ্চলে অবস্থিত নার্সভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীবৃন্দ অংশগ্রহন করেন। “আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গষেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ” প্রকল্প এর অর্থায়নে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বারির মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম প্রধান অতিথি থেকে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. মো. উবায়দুল্লাহ কায়ছারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মনোজিত কুমার মল্লিক এবং সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, নোয়াখালীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ মহী উদ্দীন চৌধুরী। আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লার উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ মুক্তার হোসেন ভূঞা এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন “আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গষেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ” প্রকল্প এর প্রকল্প পরিচালক, ড. মো. আলমগীর সিদ্দিকী। বারির মহাপরিচালক ড. মো: নাজিরুল ইসলাম বলেন বিজ্ঞানীদের গবেষণার পাশাপাশি প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও পরিচালনা করতে হয়। তাই এ প্রশিক্ষণটি অফিস পরিচালনায় তাদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করবে। তিনি বর্তমান সরকারের শুদ্ধাচার কৌশল ও দাপ্তরিক কাজকর্মে প্রতিপালনীয় রীতিনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে অফিস কর্মকান্ড পরিচালনার ব্যাপারে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।